429

ভোরের কাগজ

তারিখ JUL 7 1999
পৃঃ 7 কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি তল্লাশি ও ডাকাতি পাশাপাশি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে যখন পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছিল, কয়েকশ গজ দূরে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডীনের বাসভবনে তখন হচ্ছিল ডাকাতি।

পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন ও সূর্যসেন হল থেকে গত সোমবার গভীর রাতে ১৯ জন অছাত্রকে আটক করে। একই সময়ে টিএসসি এলাকায় আইন অনুষদের ডীন অধ্যাপক এরশাদুল বারীর বাসভবনে ডাকাতি হয়।

মহসীন হল ও সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢা.বি. পুলিশি তল্লাশি

● প্রথম পাতার পর

বাগেরহাট গ্রুপ ও শরিয়তপুর গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চলছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যসেন হলে উভয় গ্রুপের পক্ষে এবং মহসীন হলে বাগেরহাট গ্রুপের পক্ষে বহিরাগতরা অবস্থান নেয়। গত রোববার রাতে শরিয়তপুর-মাদারিপুর গ্রুপের ২ জন ছাত্রকে পুলিশ আটক করে এবং সকালে ছেড়ে দেয়। এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।

পুলিশ গত সোমবার গভীর রাতে দুটি হলে একই সঙ্গে তল্লাশি চালায় এবং সূর্যসেন হল থেকে ১৩ জন এবং মহসীন হল থেকে ৬ জন অছাত্রকে আটক করে। এরা প্রথমে নিজেদের অতিথি এবং পরে ক্যান্টিনের কর্মচারী বলে পরিচয় দিয়েছে।

আটককৃতরা হচ্ছে : বাবু, আবুল হাসনাত, মনির, শফিক, সুমন, ইমান, শাহজালাল, কামাল, দেলোয়ার, মালেক, মিজান, আজাদ, কালাম, চানমিয়া, বাবুল, নজরুল প্রমুখ। নজরুল সেন্ট্রাল ল কলেজের ছাত্র। তবে পুলিশ কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তল্লাশি রাত দেড়টায় শুরু হয়ে ভোর প্রায় ৪টা পর্যন্ত চলে।

এদিকে রাত তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদের ডীনের বাসভবনে ডাকাতি হয়। বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত ৮ জন ডাকাত জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢুকে ৩০ ভরি সোনার অলঙ্কার, ঘড়িসহ দুলাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।